

# গেমের জন্য ল্যাপটপ পিসি

ইমদাদুল হক

নি কোনো উঠোন; দখিনা হাওয়া; বিস্তীর্ণ বালুচর; দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর কিংবা খেলার মাঠ এখন নাগরিক জীবনে সহজলভ্য নয়। শুধু বসতবাড়িই নয়, বিদ্যালয়গুলোও এখন হয়ে উঠছে ইট-কাঠের খাঁচা। নেই বুক ভরে অক্সিজেন নেয়ার ফুরসত। এতসব অপূর্ণতার পরও কিন্তু থেমে নেই খেলাধুলা। মুঠোফোন আর পিসিতে গেম খেলা তাই এখন শিশু আর উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন চাকরিজীবী থেকে বয়স্করাও পিসিতে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেন। শুধু ঘোড় সওয়ার নয়, বিমান কিংবা ফেরারি হাঁকিয়ে নয়; ঐতিহাসিক বিশ্বযুদ্ধেও অংশ নিচ্ছেন আমাদের তরুণেরা। আর এ জন্য দীর্ঘ সময় ধরে তাদের নির্ভর করতে হয়েছে ডেস্কটপ পিসির ওপর। তাতে সেই ঘরবন্দি জীবন থেকে যেমন নিস্তার মেলেনি, তেমন মুঠোফোনে দুর্দান্ত সব গেম খেলার খায়েশকেও বন্দি রাখতে হয়েছে মনের

মুকুরে। তবে এবার দেশের বাজারে গেম খেলার উপযোগী ল্যাপটপ চলে আসায় পিসি গেমারেরা এখন আরেকটু নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছেন। তাদের জন্য আরাধ্য হতে পারে সদ্য দেশের বাজারে আসা এসার ভিএক্স১৫, প্রিডেটর জি৯-৭৯৩, অ্যাসপাইরি লিএক্সপি-৫৯১জি, ডেল ইন্সপায়রন ৭৫৬৭, এইচপি ওমেন (১৫-এএক্স ২২০ টিএক্স ও ২২১ টিএক্স) ও এমএসআই।

এসব ল্যাপটপ নিয়েই কমপিউটার পণ্য নির্মাতারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই গেমিংয়ের জন্য ডেস্কটপের বিকল্প আনতে তোড়জোড় শুরু করেছেন। ল্যাপটপে গেম খেলার পূর্ণ স্বাদ দেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন তারা। ফলশ্রুতিতে সাধারণত প্রফেশনাল গেমারেরা গেমিংয়ের জন্য ডেস্কটপ পিসিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারাও এখন গেমিং ল্যাপটপের দিকে কিছুটা ঝুঁকছেন। হাই কনফিগারেশন এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সমন্বয় ঘটাতে এই ল্যাপটপগুলো কি ডেস্কটপের বিকল্প হতে যাচ্ছে? এই উত্তর পেতে হলে আরও অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, এখনও গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ল্যাপটপকে সেকেন্ড চয়েজ হিসেবে দেখছেন গেমারেরা। অন্যদিকে পেশাদার গেমিং কমিউনিটি গড়ে তুলতে মনোযোগী হয়ে উঠেছে প্রযুক্তিপণ্য আমদানিকারক ও সেবাদানকারী স্থানীয় কোম্পানিগুলো। তারা মনে করছে, সময়ের প্রয়োজনেই যেহেতু প্রযুক্তিনির্ভর গেম বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তৈরি হয়েছে নতুন এক জগত। ক্রিকেট-ফুটবল খেলার মতো এই জগতেও দেশের অবস্থানকে সুসংহত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসা দরকার। কমপিউটার গেম আসক্তি নিয়ে যে উদ্বেগ রয়েছে, তা মোকাবেলা করতেও প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ পদক্ষেপ গ্রহণ। মেধানর্ভর এই বিনোদনের ক্ষেত্রটিকে একটি লক্ষ্যমাত্রায় এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন একটি ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা। গেমারদেরকে পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলতে তাদেরকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিশ্চিত করা দরকার দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং ডেডিকেটেড ন্যাশনাল সার্ভার।



## এইচপি ওমেন ১৫ (২০১৭)

নতুনত্ব ও বিশ্বয় নিয়ে গেমিং ল্যাপটপের প্রথাগত ধারণা অনেকটাই এবার বদলে দিয়েছে এইচপি। এইচপি ওমেন ১৫ (২০১৭) সংস্করণের ল্যাপটপ ডিজাইনে রঙচঙের বাড়াবাড়ি ব্যবহার নেই। তবে ডিজাইনে রয়েছে এক ধরনের আভিজাত্য। দামও গেমারদের আয়ত্তের মধ্যেই বলা চলে। এই সিরিজের অন্যতম মডেলটিতে রয়েছে ১৫ দশমিক ৬ ইঞ্চি ফুল এইচডি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে। ল্যাপটপের ডিসপ্লেতে আইপিএস প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ভিউয়িং অ্যাপ্সেলের দিক থেকে চমৎকার অভিজ্ঞতা দেবে। ব্রাইটনেস ও ম্যাট ফিনিশের ফলে ডিসপ্লেট কড়া রোদেও সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যাবে। এতে থাকছে সপ্তম প্রজন্মের ইন্টেল কোরআই৭



৭৭০০এইচকিউ, ২ দশমিক ৮ গিগাহার্টজ গতির কোয়াডকোর প্রসেসর। ইন্টেল কোরআই৭ ৭৭০০এইচকিউ ক্যাবিনেট কোয়াডকোর প্রসেসরটি এ মুহূর্তে সবচেয়ে শক্তিশালী ল্যাপটপ প্রসেসর। ফলে এটি কমপিউটারের সব কাজই দ্রুততার সাথে করতে সক্ষম।

১৬ গিগাবাইটের ২৪০০ মেগাহার্টজ গতির ডিডিআর৪ র্যাম থাকায় মাল্টি-টাস্কিং হবে অনায়াসে। চাইলে এটি বাড়িয়েও নেয়া যাবে। দুটি র্যাম স্লট থাকায় ৩২ গিগাবাইট র্যাম সহজেই এ ল্যাপটপে ব্যবহার করা সম্ভব। গেমিং ল্যাপটপের মূল হচ্ছে এর গ্রাফিক্স চিপ। ওমেনে ব্যবহার হয়েছে জিটিএক্স ১০৫০ টিআই। ব্যাটারি লাইফ ৬৩ ওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি সমৃদ্ধ ল্যাপটপটি ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত মাঝারি কাজে ব্যাকআপ দিতে সক্ষম। হালকা-পাতলা ডিজাইনের এ ডিভাইস দিয়ে গেমিংসহ অন্যান্য কাজও অনায়াসে করা যাবে। পাওয়া যাচ্ছে ১ লাখ ৩১ হাজার টাকায়।



সিলাউদ্দিন মোহাম্মদ আদেল

নিজেদের গেমিং ল্যাপটপ নিয়ে এইচপি বাংলাদেশের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সালাউদ্দিন মোহাম্মদ আদেল বললেন, বিশ্বে গেমিং কমিউনিটি বাড়ছে। বাংলাদেশেও বাড়ছে গেমারদের সংখ্যা। পোর্টেবিলিটি, পাওয়ার ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও ডেস্কটপ গেমিং পিসি যেহেতু ক্লোন হয়; এর মানও তাই এখন আন্তর্জাতিক মানের হয় না। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কম্পোনেন্ট নিয়ে এসব পিসি তৈরি হওয়ায় পিসির বিক্রয়স্তর সেবা গ্রহণে বেগ পেতে হয়। এসব সমস্যা ঘুচতেই এইচপি ওমেন গেমিং সিরিজ অবমুক্ত করেছে।

তিনি বলেন, আগে মানুষ মনে করত শুধু ডেস্কটপেই খেলা হয়। কিন্তু এখন সেই ধারণা বদলে যাচ্ছে। আর হার্ডকোর গেমারদের কথা মাথায় রেখে আমরা ল্যাপটপের সাথে মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড, মাউস, মাউস প্যাড নিয়ে এসেছি। ডেস্কটপের বদলে ল্যাপটপ গেমারদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য- এমন জবাবে আদেল বললেন, মাস দুয়েক আগে আমরা বুয়েটে গেমিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। বুয়েট ল্যাবে মোট ২০টি ল্যাপটপে তিন দিন ধরে চলে এই

প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৬০০ পেশাদার গেমার। খেলা হয় কল অব ডিউটি, ফিফা ১৭, নিড ফর স্পিড। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়াদের কাছ থেকে এইচপি ওমেন নিয়ে ভালো রেসপন্স পাওয়া যায়।

তিনি জানান, গেমারদের ল্যাপটপ ভীতি দূর করতেই আমরা ইতোমধ্যে রায়ানস বনানীতে এক্সক্লুসিভ গেমিং জোন করেছি। সেখানে দুটি ল্যাপটপে দিনভর অভিজ্ঞতা নেয়া হচ্ছে। দুই মাস পরে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের গেমিং ল্যাপটপ অবমুক্তির কথাও আগাম জানালেন এইচপির এই বাংলাদেশী কর্মকর্তা।

সালাউদ্দিন আদেল বললেন, গেম খেললে সময় নষ্ট হয় না। এখন গেমিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আয় করা যায়। এই কথা মাথায় রেখে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বিশেষ কোনো খেলোয়াড়কে স্পন্সর করার বদলে আমরা দেশে একটি গেমিং প্রাটফর্ম তৈরি করছি। বিভাগ পর্যায়ের পাশাপাশি আগামীতে জাতীয় পর্যায়ে গেমিং প্রতিযোগিতা করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

## ডেল ইন্সপায়রন ৭৫৬৭

দেশের বাজারে সর্বাধুনিক সংস্করণের নতুন ল্যাপটপ বাজারে এনেছে ডেল। ডেলের এ ল্যাপটপের ডিজাইনও চমৎকার। বিশেষ করে গেমারদের জন্য। এটিও বাজেটসাহায্যী ল্যাপটপ। এটিও সঙ্গম প্রজন্মের ইন্টেল কোরআই৭ কোয়ালকোর প্রসেসরসমৃদ্ধ ডিভাইস। এ জন্য প্রয়োজন মতো উন্নতমানের গেম ও বিনোদন উপভোগ



প্রতাপ সাহা

করতে পারবেন গেমারেরা। প্রসেসর ও গ্রাফিক্সের সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে এর কুলিং সিস্টেম ডিজাইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে রয়েছে দুটি কুলিং সিস্টেম, সাথে তিনটি গরম হাওয়া নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এর সাথে থাকা বড় ধরনের ২৪০ থার্মাল ভেন্ট পুরো সিস্টেমকে ঠাণ্ডা রাখতে এবং নিরবচ্ছিন্ন গেমিং ও স্ট্রিমিং সুবিধা দিতে একসাথে কাজ করবে।

ল্যাপটপে থাকছে এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ১০৫০টিআই গ্রাফিক্স কার্ড, সাথে ৪ গিগাবাইটের জিডিডিআর৫ ডিসক্রিট মেমরি। রয়েছে ১৫ দশমিক ৬ ইঞ্চির ফোরকে ইউএইচডি ডিসপ্লে। ফাইল স্টোরেজ ও অ্যাকসেসের চিন্তা দূর করতে এতে থাকছে মাল্টিপল হার্ডড্রাইভ অপশন, যেখানে ১ টেরাবাইট এইচডি ড্রাইভ ড্রাইভ ও ২৫৬ গিগাবাইট এসএসডি ড্রাইভ। ডেল বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আতিকুর রহমান বলেন, অধিক সময় গেম খেলা, ভিডিও দেখা কিংবা ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের সুবিধার্থে রয়েছে ৬ সেলের ৭৪ ডব্লিউএইচআর ব্যাটারি, যা সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টা ব্যাকআপ দেবে। দাম ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।

ডেল বাংলাদেশ মার্কেটিং ম্যানেজার প্রতাপ সাহা জানান, গেমিং ল্যাপটপ বাংলাদেশে নতুন।

## আসুস আরওজি জিএক্স ৮০০

তাইওয়ানের প্রযুক্তি ব্র্যান্ড আসুস দেশের বাজারে এনেছে নতুন গেমিং ল্যাপটপ 'আরওজি জিএক্স ৮০০'। ল্যাপটপের বিশেষত্ব হলো এর শক্তিশালী কনফিগারেশন আর দুর্দান্ত শীতলকরণ প্রক্রিয়া। আসুস বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক গ্লোবাল ব্র্যান্ড দেশের বাজারে সম্প্রতি ল্যাপটপটি উন্মোচন করেছে।



রিপাবলিক অব গেমার সিরিজের এই ল্যাপটপে রয়েছে ১৬ গিগাবাইট এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ১০৮০ (এসএলআই) গ্রাফিক্স প্রযুক্তি, যা গেম খেলার অভিজ্ঞতা করবে দারুণ। ল্যাপটপটির আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুরো সিস্টেমকে ওভারক্লক করাতে ব্যবহার হয়েছে লিকুইড হাইড্রো কুলিং সিস্টেম, যা ব্যবহার করে এর প্রসেসরের ক্লকস্পিড ২.৯ থেকে ৪.৪ গিগাহার্টজ পর্যন্ত নেয়া সম্ভব। হাইড্রো কুলিং সিস্টেমটি প্রসেসর আর গ্রাফিক্স কার্ডকে শীতল রাখতে তরল প্রবাহিত করে, যা এতে অবস্থিত কমপ্রসেসরের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বদা শীতল করতে থাকে। এই হাইড্রো কুলিং প্রযুক্তি আসুসই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছে। ল্যাপটপে রয়েছে ইন্টেলের সঙ্গম প্রজন্মের কোরআই৭ প্রসেসর, উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম এবং ৬৪ গিগাবাইট ডিডিআর৪ রাম। এর স্টোরেজে থাকছে ১.৫ টেরাবাইট এসএসডি। ১৮ দশমিক ৪ ইঞ্চি স্ক্রিনের আসুসের নতুন এই গেমিং ল্যাপটপটি বিশ্বের প্রথম ফোর-কে ইউএইচডি গেমিং সমর্থিত। এতে আরও রয়েছে এনভিডিয়া জি সিল্ক প্রযুক্তি, যা গেম-গ্রাফিক্সের গতিকে করে বাধাহীন। ল্যাপটপটি ভিআর গেমিং সমর্থন করে। দাম আসুস আরওজি জিএক্স ৮০০ ল্যাপটপের দাম পড়বে ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এ ছাড়া গেমিং সিরিজে ১০টি মডেলের ল্যাপটপ রয়েছে আসুসের।



আল ফুয়াদ

এ নিয়ে কথা হয় আসুস বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আল ফুয়াদের সাথে। তিনি বলেন, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে এগিয়ে নিতেই আমরা ইতোমধ্যে দেশে একটি গেমিং কমিউনিটি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। আসুস রিপাবলিক গেমারস অব বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের গেমিং সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে যেতে কাজ করেছে। পেশাদার গেমার তৈরির জন্য নিভূতে কাজ করছে। সম্প্রতি ধানমণ্ডিতে আসুস বাংলাদেশের নিজস্ব কার্যালয়ে দেশের পেশাদার খেলোয়াড়দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'আরওজি মাস্টার্স ২০১৭ : বাংলাদেশ জয়েনস দ্য রিপাবলিক' অনুষ্ঠান। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রফেশনাল খেলোয়াড়েরা অংশ নেন। বলে রাখা ভালো, আসুস রিপাবলিক অব গেমারস 'আরওজি মাস্টার্স ২০১৭' শীর্ষক বিশ্বমানের ই-স্পোর্টস গেমিং টুর্নামেন্ট। এতে অংশ নিতে যাচ্ছে ৩০টিরও বেশি দেশের প্রফেশনাল গেমারেরা। প্রতিযোগিতায় রয়েছে মোট দুটি খেলা। এগুলো হলো কাউন্টার স্ট্রাইক : গ্লোবাল অফেন্সিভ এবং ডেটা ২। এই খেলায় অংশ নিতে স্থানীয় পর্যায়ে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসুস বাংলাদেশ। এতে অংশ নেয় ১০৩টি দল। এর মধ্যে বেঙ্গালুরুর টিকে জিতছে দ্য কাউন্সিল ও টিম এক্সএল। এদের মাধ্যমেই আগামী ১৭ আগস্ট প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশে কমপিউটার গেমের মতো গেমিং ল্যাপটপের বাজারও বেশ ছোট। তাই এই খাতে বিনিয়োগ করাটাও চ্যালেঞ্জের। তারপরও এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসুস গোড়া থেকেই কাজ করছে বলে জানালেন আল ফুয়াদ। বললেন, খেলোয়াড়দের আস্থার কারণেই এখনও দেশের মোট গেমিং ল্যাপটপে ৭৫ শতাংশ আসুসের বুড়িতে রয়েছে।

অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগে এ দেশের গেমারদের কাছে আরাধ্য এলিয়েন ওয়্যার ল্যাপটপ এসেছিল। কিন্তু কৌশলগত কারণে এটি বাংলাদেশ থেকে তুলে নেয়া হয়। তারপর গ্রাহক পর্যায়ে থেকে আমরা গেমিং ল্যাপটপের জন্য বেশ আগ্রহ লক্ষ করতে থাকি। এই আগ্রহটা শিক্ষার্থীদের থেকে শুরু করে চাকরিজীবী পর্যায়ের। তাদের আগ্রহের ওপর ভিত্তি করেই আমরা গত প্রান্তিকে মার্কেট তৈরি চেষ্টা করেছি। সম্প্রতি ডেল ৭৫৬৭ মডেলের গেমিং ল্যাপটপ বাংলাদেশের বাজারে অবমুক্ত করেছে। অবমুক্ত করা ল্যাপটপগুলো অবশ্য হার্ডকোর গেমারের জন্য নয়; নিশ্চয় ব্যবহারকারীদের জন্য এই ল্যাপটপগুলো আনা হয়েছে।



তিনি আরও বলেন, গেমিং ল্যাপটপ সিরিজটি অল্প কিছুদিন হলো অবমুক্ত করা হলেও ভালো সাড়া পেয়েছে। তবে এখনই সংখ্যাটা প্রকাশ করতে চাই না। আর গেমিং ল্যাপটপ বাংলাদেশের বাজারের জন্য এখনও ততটা ম্যাচিউর অবস্থায় না থাকায় সুফল পেতে আমাদের আরও দুই প্রান্তিক অপেক্ষা করতে হবে। গেমারদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পরবর্তী প্রান্তিকে এবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে রোড শো, ইভেন্ট করবে ডেল বাংলাদেশ।

প্রতাপ জানান, ঢাকার বাইরেও চট্টগ্রাম, রংপুর, বগুড়া ও খুলনায় নতুন নতুন গেমার তৈরি হচ্ছে। ঢাকার বাইরেও নিয়মিত ইভেন্ট করলে এসব গেমারকে পেশাদার গেমার হিসেবে

## ই-স্পোর্টসের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ

মাঠের ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে যে উন্মাদনা রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশে এখনও ই-স্পোর্টস বা কমপিউটার গেম তার ধারেকাছে নেই। আসক্তি এবং ক্যারিয়ার ভাবনায় পিছিয়ে থাকায় সাইবার জগতের এই ক্রীড়ায় পিছিয়ে রয়েছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। মূলত সচেতনতা আর পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ২০১৬ সালে ৩৬ বিলিয়ন ডলারের পিসি গেমিং মার্কেট বছর ঘুরতে না ঘুরতেই যখন ৪১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে, সেখানে জনমিতি হারে আমাদের অবস্থান সত্যিই নাজুক। এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব খেলা হয় তার প্রাইজ ভ্যালু কিন্তু মোটেই ফেলনা নয়। শুধু ডটা ২-এর একটি টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন মূল্য ২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করতে পরামর্শ দিলেন সাইবার স্পেসে বাংলাদেশে হাক্ক নামে খ্যাত আতিফ আল রশীদ। গেমিং কমিউনিটিতে হাক্ক নামে পরিচিত এই তরুণ একাধারে ফিফা, সিএস এবং ডটা : টু বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন। তিনি বললেন, আমরা এখনও এশিয়ার মধ্যেই খেলতে পারি। ইউরোপের মাঠে আমরা যেতে পারিনি।

তার ভাষায়, দেশে যদি নিয়মিত আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলোর আয়োজন করা যায়, তবে একটা লক্ষ ধরে পেশাদার গেমারেরা এগিয়ে যেতে পারবে। ইএসএল, ইন্টেল এক্সট্রিম মাস্টার্স, ইএসডব্লিউ সি, দি ইন্টারন্যাশনালগুলোতে যে চ্যাম্পিয়ন মানি দেয়া হয়, তার মূল্য ২ কোটি টাকার ওপর। বুঝতেই পারছেন, কমপিউটার গেম কিন্তু শুধুই খেলা নয়, এটাকে পেশা হিসেবে নেয়ারও দারুণ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কমপিউটার গেমিং প্রতিযোগিতার আয়োজন

স্বল্পতা ও পৃষ্ঠপোষকতা কম থাকায় বাংলাদেশের ই-স্পোর্টস বা কমপিউটার গেম মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। অভিভাবকদের সচেতনতার কারণে ই-স্পোর্টস হিসেবে বিশ্বে কমপিউটার গেমারেরা পেশাদার হয়ে উঠলেও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী গেমারেরা এখনও এই অঙ্গন থেকে বাইরে রয়েছে। এখানকার ই-ক্রীড়ামৌদিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও কমপিউটার গেমের ক্ষেত্রে ততটা অনুকূলে নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে

হলে সচেতনতা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। পেশাদার গেমারদের পরিচর্যার জন্য দেশের একটি জাতীয় উদ্যোগ নেয়া দরকার। বিকেএসপির মতো একটি কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আতিফ জানালেন, তার ধারণা প্রতিযোগিতামূলক গেমিং বাজারে ২০২১ সাল পর্যন্ত ডেস্কটপ পিসির কোনো বিকল্প হতে পারবে না।

একাধারে গেমার ও কমপিউটার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ফ্লোরা লিমিটেডের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ফারহান ইসলাম বললেন, এখন ই-স্পোর্টস হবি কিংবা প্যাশন নয়, এটি একটি লাভজনক খাতও। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের কমপিউটার গেম ফিউচার ক্যারিয়ার প্লাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই অঙ্গনে আমাদের অবস্থান এগিয়ে নিতে হলে ইন্টারনেট, সার্ভার, পিস্ক, প্যাকেট লস ইত্যাদি কমানোর ওপর গুরুত্ব দেন

তিনি। ফারহান জানালেন, ই-স্পোর্টস সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ফ্লোরা এবার নতুন করে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। অতীতের মতো এবারও গ্রাহকদের সাধের মধ্যে গেমিং প্রযুক্তিপণ্য আমদানি করে তা বাজারে ছেড়েছে। এখন ই-স্পোর্টস এডুকেশন, ট্রেনিং নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে।

সম্প্রতি যমুনা ফিউচার পার্কে অনুষ্ঠিত গেমিং প্রতিযোগিতায় ১৫০০ খেলোয়াড় থাকলেও তা উপভোগ করতে সেখানে

৬-৭ হাজার দর্শক ছিল জানিয়ে এই তরুণ গেমার বললেন, দেশে যদি ই-স্পোর্টস স্টেডিয়াম ও ই-স্পোর্টস থিয়েটার স্থাপন করা হয়, তবে এই খাতটি খুব দ্রুত বিকশিত হবে। সিয়াটলে চলমান দ্য ইন্টারন্যাশনাল থেকেও আমরা স্থানীয়ভাবে গেমিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের ধারণা নিতে পারি। সেখানে এখন ২৫ মিলিয়ন ডলারের টুর্নামেন্ট হচ্ছে। যেখানে রয়েছে ১৭ হাজার সিট।

এক প্রশ্নের জবাবে ফারহান বললেন,



ফারহান ইসলাম

কাস্টমাইজিবিলাটির জন্য গেমারেরা এখন ডেস্কটপ পছন্দ করে। তাছাড়া যে গেম খেলে সে ফ্রিল্যান্সিংও করে। এজন্য গেমিং এন্ডের ল্যাপটপ লাগে। মোবিলিটির জন্য বিশ্বজুড়েই এখন গেমিং ল্যাপটপ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নবীন গেমারদের জন্য ল্যাপটপ বেশি পছন্দের হওয়া বর্তমানে দেশে এই কমিউনিটি। কিন্তু যথেষ্ট আগাম সম্ভাবনা রয়েছে।

কো-ডিজাইন লিমিটেডের সিইও এবং পেশাদার গেমার অমিত বললেন, দেশে

কমপিউটার গেমিংকে পেশাদার পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। গেমারদের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়াতে হবে। তবে তার আগে আমাদের মাইনসেট ঠিক করা সবচেয়ে জরুরি। গেমারদের পরিবার থেকে যেমন, তেমন সরকারিভাবে এ দিকটায় সুনজর দেয়া দরকার।



তারিকুল হাসান

ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ বিতর্কে না গিয়ে গেমারদের নিয়ে নতুন করে ভাবছে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড লজিটেক। এমনটাই জানিয়ে লজিটেক বাংলাদেশ চ্যানেল ম্যানেজার তারিকুল হাসান বললেন, বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তারহীন প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্বজুড়ে লজিটেক ইতোমধ্যেই গেমারদের জন্য ৬ ধরনের মাউস, গেমিং ও মেকানিকাল কিবোর্ড, প্রোডিজি ও আরটিমিস স্পেকট্রাম হেডসেট, শক্ত ও নরম সারফেজের মাউস প্যাড, ড্রাইভিং হুইল নিয়েই ফ্রান্ত হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে ওয়্যারলেস গেমিং মাউস জি৬০০ বাংলাদেশে অবমুক্ত করা হবে। গেমারদের টাচ অ্যান্ড ফিল অভিজ্ঞতা দিতে রায়ানসের ৯টি স্টোরে গেমিং জোন খুলতে যাচ্ছে লজিটেক। এ ছাড়া গেমিং কমিউনিটির পাশে থাকতে স্মার্ট টেকনোলজির সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।



আতিফ আল রশীদ

তৈরি করা যাবে। গেমারেরা যেন সহজেই গেমিং ল্যাপটপের স্বাদ নিতে পারেন এ জন্য ডেল ঢাকায় দুটি গেমিং কিওস্ক স্থাপন করেছে। এর একটি রায়ানস কমপিউটারের আইডিবি শাখায় এবং অন্যটি মাল্টিপ্ল্যানের স্টারটেক কমপিউটারে স্থাপন করা হয়েছে। এবার তারা চতুর্থবারের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন।

### এসার অ্যাস্পায়ার ভিএক্স ১৫

বাজেটবান্ধব গেমিং ডিভাইস হিসেবে বাজারে এসেছে এসারের গেমিং ল্যাপটপ অ্যাস্পায়ার ভিএক্স ১৫ মডেলের ল্যাপটপ। ১৫ দশমিক ৬ ইঞ্চি পর্দার এই ল্যাপটপটির ডিজাইন গেমারদের আকৃষ্ট



করবে। পারফরম্যান্সের দিক থেকে ডিভাইসটি দারুণ। উইন্ডোজ ১০ চালিত গেমিং ডিভাইসটির ডিসপ্লে রেজুলেশন ১৯২০ বাই ১০৮০ পিক্সেল। এর এন্টিগ্লোরার আইপিএস

## গিগাবাইট



খাজা মো: আনাস খান

কমপিউটার গেমিং অনুষঙ্গ তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড গিগাবাইট। বাংলাদেশের কমপিউটার গেমিং কমিউনিটিকে দীর্ঘদিন ধরেই পৃষ্ঠপোষকতা করছে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এই

ব্র্যান্ডটি। গেমিং গ্রাফিক্স, মাদারবোর্ড উৎপাদনের পাশাপাশি গিগাবাইটের রয়েছে আরজ নামে গেমিং ল্যাপটপ। কিন্তু এটা গেমারদের চাহিদা মেটাতে পারেনি। এমনটাই বললেন গিগাবাইট বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মো: আনাস খান। তিনি বলেন, গেমারদের কারণেই মূলত ডেস্কটপ এখনও বহাল তবিয়তে বাজারে রয়েছে। সঙ্গত কারণেই ল্যাপটপ ডেস্কটপের প্রতিস্থাপন হবে না। কেননা গেমারদের জন্য গ্রাফিক্স ও ওয়াইড স্ক্রিন একটা বড় ব্যাপার। পাওয়ার সাপোর্ট, স্টোরেজ এখানে মুখ্য নয়। তিনি আরও বলেন, গেমিং ল্যাপটপের ওজন কিন্তু কম নয়। দামও কিন্তু চড়া। আর গেমের প্যাটার্ন পরিবর্তন হলেও গেমারদের কাছে ডেস্কটপের বিকল্প নেই।



আনাস বলেন, বাংলাদেশে কমপিউটার গেমার দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিন অনলাইনে ১০-১৫ হাজার গেম খেলে। পেশাদার-অপেশাদার মিলিয়ে এখন দেশে লক্ষাধিক গেমার আছে। তাদের বদৌলতেই দেশের ডেস্কটপ পিসির বাজারের ১৫ শতাংশ এখন গেমিং পিসি। আগামী বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ৩৫ শতাংশে উন্নীত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন কমপিউটার গেমিং কমিউনিটির অন্যতম এ পৃষ্ঠপোষক। তিনি বলেন, গিগাবাইটের মাধ্যমে আমি বরাবরই গেমারদের পাশেই ছিলাম। পৃষ্ঠপোষকতা করেছি। আগামীতেও করব। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গেমিং কনটেন্ট করে গিগাবাইট-এমন তথ্য দিয়ে খাজা মো: আনাস বললেন, আমরা বছরে ২০টির মতো গেমিং ইভেন্ট করি। আগামী বছর ৫০টির মতো এমন ইভেন্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে 'গেমার মিট' হবে আমাদের নতুন উদ্যোগ। এ বছরের মধ্যে ১০টি গেমার মিট করব ঢাকাতেই **কক**

প্যানেল গেমারের চোখে প্রশান্তি আনে সহজেই। এ ছাড়া কনফিগারেশন অনুযায়ী এর পিসি সিপিইউ ২.৫ গিগাহার্টজ ইন্টেল কোরআই৫ ও কোরআই৭। মেমরি ৮ জিবি ডিডিআর ফোর এসডি র্যাম ২৪০০ মেগাহার্টজ, ৪ জিবি এনভিডিয়া জিফোর্স জিটিএক্স ১০৫০ গ্রাফিক্স, স্টোরেজ ২৫৬ জিবি এসএসডি। হার্ডডিস্ক ১ টেরাবাইট। দাম ৯৭ হাজার ৫০০ টাকা। গেমিং সিরিজের আরেকটি ল্যাপটপ এসার প্রিডেটর জি৯-৭৯৩। এই মডেলের দাম ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা।



এসএম সাকিব হাসান

এসারের গেমিং ল্যাপটপ ও বাংলাদেশের গেমারদের পছন্দ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এসার বাংলাদেশ প্রতিনিধি এসএম সাকিব হাসান বললেন, এটি ইমার্জিং মার্কেট।

কিন্তু আমরা আগে তা বুঝিনি। ফলে আমাদের বাজার অংশ খুব বেশি নয়। ৫-৮ শতাংশ। এই বাজার অংশকে আমরা ৪০ শতাংশে নিয়ে যেতে চাই। সেভাবেই প্রস্তুতি



বাইনারি লজিকের স্বত্বাধিকারি মনসুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের গেমাররা সাধারণত কাস্টমাইজ পিসি চায়। সেক্ষেত্রে এখানে ল্যাপটপ পিসি ততটা বাজার পাবে বলে আমার মনে হয় না। তাই গেমিংয়ের জন্য এদেশে ল্যাপটপের চেয়ে ডেস্কটপ পিসির কদরটা থাকবেই। আন্তর্জাতিক বাজারের সমান্তরালেই বাংলাদেশেও ই-স্পোর্টসের ক্ষেত্রটি বিকশিত হচ্ছে। সেই সাথে ম্যাচুরও হচ্ছে।

নেয়া হয়েছে। আর বাংলাদেশে এসার ব্র্যান্ড হিসেবে যেভাবে শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাই খুব একটা বেগ পেতে হবে না। আমরা আশাবাদী। কেননা গেমারেরা ক্লোন নয়, স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বস্তির জন্য ব্র্যান্ডের দিকে ফিরে আসবে।

তিনি জানান, গেমারদের অভিমত নিয়েই এসার পণ্যের মান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। পেশাদার গেমারদের অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই আগামী প্রাপ্তিকে বাংলাদেশে অবমুক্ত করা হবে প্রিডেটর সিরিজের আরও একটি গেমিং ল্যাপটপ। এটি হবে খুবই হালকা। থাকবে চমক। বাংলাদেশের গেমিং কমিউনিটির জন্য আগামী মাসে আসছে ভি নাইট্রো। এটা হবে রেজরর মানের।

প্রসঙ্গক্রমে সাকিব জানান, দেশে পেশাদার গেমার তৈরি করতে ভারতের মতো বাংলাদেশেও গেমিং ক্যাফে, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে এসার। এ ছাড়া ঢাকায় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের আদলে একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। একটি ল্যাপটপ গেমিং জেনারেশন গড়ে তুলতে তারা এসব পরিকল্পনা নিয়েছেন।

## এমএসআই

গেমিং মেশিনের অগ্রপথিক হিসেবে বিবেচিত



এমএসআইয়ের সাতটি মডেলের গেমিং ল্যাপটপ অবমুক্ত করেছে ফ্লোরা লিমিটেড। সদ্য অবমুক্ত হওয়া এমএসআই জিএল, জিপি,



এমডি হুমায়ুন কবির

জিএস ও জিই সিরিজের মধ্যে জিএল অ্যামেচার গেমারদের জন্য একটি দারুণ একটি ল্যাপটপ। জিপি সিরিজের যে দুটি ল্যাপটপ অবমুক্ত হয়েছে, সেগুলো মিড লেভেলের গেমারদের পছন্দ

হবে। জিই সিরিজের গেমিং ল্যাপটপটি বেশ স্লিম। এটি আপার লেভেল গেমারদের পছন্দ হবে। এগুলোর দাম ৮০ হাজার থেকে শুরু করে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার মতো।

এমএসআই গেমিং ল্যাপটপ নিয়ে এমএসআই বাংলাদেশ প্রতিনিধি এমডি হুমায়ুন কবির বলেন, ফাস্টার রেসপন্স ও পারফরম্যান্স, এয়ার ভেন্টিলেশন, মেকানিক্যাল কিবোর্ড, শার্প অ্যান্ড স্ট্রিং কি এমএসআই ল্যাপটপের

তিনি বলেন, ই-স্পোর্টসে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মোটা দাগে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে বাজারের বার্ষিক গ্রোথটা ২০% এর মতো। এই গ্রোথ বাড়ার জন্য এসার, গিগাবাইটের মতো আন্তর্জাতিক অন্য ব্র্যান্ডগুলোকেও এগিয়ে আসা দরকার। এখন স্যামসাং, এএমডি, জিন্সিল ইত্যাদি আন্তর্জাতিক গেমিং ব্র্যান্ডগুলো যেন স্থানীয় পর্যায়ে বেশি বেশি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাহলে এর ফলাফল তাদের ঘরেই যাবে।

মৌলিক বৈশিষ্ট্য। দ্য কাউন্সিল এবং আরডি নামে দুটি গেমিং দলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করি। পেশাদার গেমার তৈরি করতে তাদের জন্য বেতন-ভাতা চালু করেছি। আগামীতে গেমিং প্রতিযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গেমিংয়ে হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে সব কোম্পানি প্রায় সমান। কিন্তু এমএসআই ভিন্ন তাদের বিল্টইন সফটওয়্যারের জন্য। তাই এই ল্যাপটপটি নকশা ও প্রকৌশল উভয় দিক দিয়েই টেকসই ও ব্যবহারবান্ধব। এ সময় বাংলাদেশে মাসে ২০০-২৫০টি গেমিং ল্যাপটপ বিক্রি হয়। আগামী বছর নাগাদ এই সংখ্যাটা দ্বিগুণ হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয় বলে মত দেন তিনি **কক**